নতুন তুফান ও তার প্রতিরোধ

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.

নতুন তুফান
ও
তার প্রতিরোধ

মূল
সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী র.

ভাষান্তর
মাওলানা অছিউর রহমান

সাবীলুর রাশাদ ট্রাস্ট
কাকাবো (দেওয়ানবাড়ী), বিরুলিয়া, সাভার, ঢাকা।
ফোন : ০১৭৩৫৯৯৮০২৮

ব্যবস্থাপকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

উপমহাদেশের স্বনামধন্য বুযুর্গ আলেম ও বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী রহ. লিখিত 'নয়া তুফান আওর উসকা মুকাবালা' শীর্ষক উর্দু পুস্তিকার তরজমা 'নতুন তুফান ও তার প্রতিরোধ' আপনাদের হাতে তুলে দিতে পেরে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে লাখো কোটি শোকর আদায় করছি।

বেশ কয়েক শতাব্দী ধরে মুসলিম জাহানের উপরে যে সকল নীরব আগ্রাসন চলছে হযরত নদভী র. সে আগ্রাসনগুলো চিহ্নিত করে তা প্রতিরোধ করার কতগুলো উপায় এ পুস্তিকাতে সন্নিবেশিত করেছেন। পুস্তিকাখানি বেশ কয়েকটি ভাষায় অনুদিত হয়ে সারা পৃথিবীর উলামা ও সুধীজনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। কিন্তু বাংলা ভাষাভাষী শিক্ষিতজনেরা এতদিন পর্যন্ত এ নেয়ামত থেকে বঞ্চিত ছিলেন। এ অভাব পূরণ করার লক্ষ্যে পুস্তিকাখানি মাদরাসা দারুর রাশাদের শিক্ষক, বিশিষ্ট লেখক ও অনুবাদক মাওলানা অছিউর রহমানকে দিয়ে অনুবাদ করে আল-ইরফান পাবলিকেশন্সের ব্যবস্থাপনায় আপনাদের হাতে তুলে দিলাম।

আশা করি আমাদের দিশেহারা যুব সমাজ এবং পাশ্চাত্যের ছোবলে আক্রান্ত বুদ্ধিজীবীরা এই পুস্তিকার মাধ্যমে সঠিক রাস্তার সন্ধান পাবেন। দুআ করি আল্লাহ পাক উম্মতের দরদী হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.-এর দারাজাতকে বুলন্দ করে দেন এবং এ পুস্তিকা দ্বারা আমাদের সবাইকে উপকৃত হবার তাওফীক দিন। আমীন!

বিনীত

মুহাম্মাদ সালমান

প্রিন্সিপাল

মাদরাসা দারুর রাশাদ

তাং - ২৬/৫/২০০২

পূর্ব কথা

আমি ردة جديدة (নতুন ইরতিদাদ) এবং دعوة جديدة (নতুন দাওয়াত) একটি ধারাবাহিক লেখা তৈরী করেছিলাম। লেখাটি দামেশকের জনপ্রিয় ইসলামী ম্যাগাজিন মাসিক 'আল-মুসলিমুন' এর দু'সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। 'আল-ফুরকান' সম্পাদক স্নেহাস্পদ মৌলভী আতীকুর রহমান সাহেব আরবী থেকে লেখাটির বড় সুন্দর অনুবাদ করেন এবং আল-ফুরকানের ১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারী-মার্চ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

যেহেতু লেখাটিতে বর্তমান সমাজের চিত্র অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে এবং এতে একটি বড় আশঙ্কাকে চিহ্নিত করা হয়েছে যা অনুভূতিসম্পন্ন ও বিবেকবান অধিকাংশ মুসলমানই গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিল; তাই তা দারুণভাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং বিভিন্ন সংবাদপত্র ও পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। আমি এ লেখাটি পুনর্বার কিছু সংস্কার ও সংশোধন করে পাঠকের খেদমতে পেশ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছি।

এ লেখার বিষয়বস্তুতে প্রভাবিত হয়ে এবং এর নির্দেশনার সাথে একমত হয়ে লাখনৌর নিবেদিতপ্রাণ কিছু বন্ধু-বান্ধব মজলিসে তাহকীকাত ও নশরিয়াতে ইসলাম নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে। এর উদ্দেশ্য ছিল আমার লেখাতে যে দাওয়াত ও দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে সে মতে মর্মস্পর্শী ও প্রভাব সৃষ্টিকারী দাওয়াতী সাহিত্য-সাময়িকী, বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করা। এ সংস্থা প্রতিষ্ঠার মূখ্য উদ্দেশ্য তাই যা আমি আমার লেখাতে পেশ করেছি। এ পুস্তিকার শেষে এ সংস্থার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও ইশতেহার সংযোজন করা হয়েছিল

যাতে বিভিন্ন স্থানের চিন্তাশীল ও কর্মোৎসাহী ব্যক্তিবর্গ এ ব্যাপারে চিন্তার সুযোগ পান এবং তাদের ঐক্যমত্য হলে এর সহযোগিতায় এগিয়ে আসেন।

আধুনিক ইরতিদাদের বর্তমান গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছিল ডাক্তার রফিউদ্দীন সাহেবের জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ 'কুরআন আওর ইলমে জাদীদ' (কুরআন ও আধুনিক জ্ঞান) -এর প্রাথমিক কিছু পৃষ্ঠা পড়ে। এতে চমৎকারভাবে সকল বিষয়বস্তু উপস্থাপিত হয়েছে। আমি সেই মৌলিক ধারণাকেই আমার এ লেখাতে আরো বিস্তারিতভাবে সুস্পষ্ট করে আমাদের কর্মপদ্ধতি, দাওয়াত ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যসহ তুলে ধরেছি। এখন তা একটি চিন্তাধারা ও একটি দাওয়াতী কর্মধারারূপে সকলের সামনে উপস্থিত।

আবুল হাসান আলী
৫ই জুন ১৯৫৯ খৃ

সূচীপত্র

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ أَجْمَعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِاِحْسَانٍ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ اَمَّا بَعْدُ-

নতুন ইরতিদাদ

ইরতিদাদ অর্থ ধর্মত্যাগ করা। ইসলাম ধর্ম যে ত্যাগ করে তাকে মুরতাদ বলে। ইসলামের ইতিহাসে ইরতিদাদের ঘটনা একাধিকবার সংঘটিত হয়েছে। সবচেয়ে বড় এবং মারাত্মক ইরতিদাদের ঘটনা ছিল যা হযরত রাসূলে আকরাম সা. এর ইন্তিকালের অব্যবহিত পরই আরবের সীমান্তবর্তী গোত্রগুলোতে দেখা দিয়েছিল। তখন হযরত সিদ্দীকে আকবর রা. তাঁর ইস্পাতদৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও নজীরবিহীন ঈমানের বদৌলতে তা অংকুরেই বিনাশ করেছিলেন। দ্বিতীয় বৃহত্তম ইরতিদাদের ঘটনা ছিল খৃস্টধর্ম গ্রহণের ঘটনা। 'স্পেন' থেকে বহিষ্কৃত মুসলমানদের মাঝে তা মহামারীর আকারে ছড়িয়ে পড়েছিল। আশেপাশের পশ্চিমা খৃস্টান শাসনাধীন রাষ্ট্রগুলোও এর প্রভাবমুক্ত ছিল না। খৃস্টান পাদ্রী ও মিশনারীগুলো তখন সেখানে এ উদ্দেশ্যে ব্যাপক মিশনারী তৎপরতা চালিয়ে ছিল।

উল্লেখযোগ্য এ ঘটনাদ্বয় ছাড়া ইরতিদাদের বিচ্ছিন্ন দু'একটা ঘটনাও আছে। যেমন, হিন্দুস্তানের বিচার-বুদ্ধিহীন কোন সংকীর্ণচেতা ব্যক্তি ইসলাম ত্যাগ করে অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করল। কিন্তু তা এত বিরল যে, ধর্তব্যে আসে না। প্রকৃতপক্ষে যদি বদনসীব স্পেনীয়দের খৃস্টধর্ম গ্রহণকে ইরতিদাদ বলা হয় তবে তা বাদে মুসলমানদের ইতিহাস ব্যাপক কোন ইরতিদাদের ঘটনার সাথে পরিচিত নয়। ঐতিহাসিকগণ এ সত্য অক্লেশে স্বীকার করেছেন।

যখনই ইরতিদাদের কোন ঘটনা ঘটেছে তার দু'টি প্রতিক্রিয়া অবশ্যই দেখা দিয়েছে। এক. মুসলমানদের পক্ষ থেকে মারাত্মক বিদ্বেষ ও অনীহা। দুই. ইসলামী সমাজের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ। অর্থাৎ অতীতে যে কোন ব্যক্তিই ইসলাম ত্যাগ করেছে সে মুসলমানদের মারাত্মক রোষ ও বিদ্বেষের লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে এবং আপনা-আপনি ইসলামী সমাজ থেকে সে বিচ্যুত হয়ে গেছে। শুধু ইসলাম ত্যাগ করার কারণে তার ও তার আত্মীয়-স্বজনদের মাঝের সমস্ত বন্ধন, সমস্ত সম্পর্ক ঘুচে গেছে। মুরতাদ হওয়ার মতলবই হল, সে এক নতুন সমাজে, এক নতুন দুনিয়াতে প্রবেশ করল। মুরতাদের খান্দান তাকে সম্পূর্ণ বয়কট করে দিত। উত্তরাধিকার, লেনদেন, বিয়ে-শাদী কিছুই তার সাথে চলত না। ইরতিদাদের কোন ঢেউ যদি কখনো উঠত, ধর্মীয় অঙ্গন উত্তপ্ত হয়ে উঠত। মুসলমানদের মাঝে তার প্রতিবিধানের চেতনা এবং ইসলামী মূল্যবোধ জাগ্রত হত। যেই ইসলামী রাষ্ট্রে এই ধরনের ঘটনা ঘটত সেখানকার ওলামায়ে কেরাম, মুবাল্লিগীন এবং সাহিত্যিক ও সাংবাদিকগণ অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে তার বিরোধিতায় একাত্ম হয়ে যেতেন। তার কারণ ও গূঢ় রহস্য খুঁজে বের করতেন এবং ইসলামের সৌন্দর্য ও শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরতেন। মুসলিম সমাজের চেহারাই পাল্টে যেত, যেন এক মহাবিপর্যয় তাদেরকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। নতুন শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করতে সাজগোজ রব পড়ে যেত। যুবক-বৃদ্ধ, নারী-শিশু নির্বিশেষে সকলের এক কাজ, এক ফিকির কিভাবে একে মোকাবেলা করা যায়।

ইরতিদাদের ঘটনা প্রতিবিধানে ইসলামী সমাজের এই অবস্থা ছিল আবশ্যক। অথচ এই ধরনের ঘটনা না কোথাও বেশি ঘটত, না জনজীবনে এর গভীর কোন প্রভাব ছিল। কিন্তু কিছুদিন হল, ইসলামী দুনিয়ার সামনে এমন এক ইরতিদাদের অভ্যুদয় ঘটেছে, যার বিষক্রিয়া ইসলামী বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়েছে। যা শক্তি ও দাপট, ব্যাপকতা ও গভীরতার দিক থেকে এ যাবৎকালের সমস্ত ইরতিদাদী আন্দোলনকে ছাড়িয়ে গেছে। এমন কোন রাষ্ট্র নেই, যা এর হামলা থেকে আত্মরক্ষা করতে পেরেছে; বরং খুব

কম খান্দানই আছে, যা তার হামলা থেকে নিরাপদে আছে। ইউরোপের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের আবরণে ইসলামী এশিয়ায় স্মরণকালের সবচেয়ে মারাত্মক এই ইরতিদাদী ফেৎনার অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

ইসলামের পরিভাষায় ইরতিদাদের অর্থ কি? এক ধর্মের স্থানে অন্য ধর্ম, এক বিশ্বাসের স্থানে অন্য বিশ্বাস গ্রহণ করা। রাসূল সা. যে শিক্ষা নিয়ে আগমন করেছিলেন, যা কিছু তাঁর থেকে অকাট্য সত্যরূপে বর্ণনা-পরম্পরায় আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে এবং যা কিছু ইসলামে নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত তাকে অস্বীকার করা। আর একজন মুরতাদ কি অবস্থান গ্রহণ করে? রিসালাতে মুহাম্মাদী সা. কে অস্বীকার করে ইহুদী, খৃস্টান বা হিন্দু ধর্ম গ্রহণের কিংবা নাস্তিকতার পথ অবলম্বন করে এবং ঐশী প্রত্যাদেশ, রিসালাত ও নবুওয়াত এবং পুনরুত্থান ও আখেরাতের বিশ্বাসকে প্রত্যাখ্যান করে। ইরতিদাদের এই অর্থই পুরাতন যুগে এবং পুরাতন সমাজে প্রচলিত ছিল। যে ব্যক্তি নিজ ধর্ম পরিত্যাগ করে খৃস্টধর্ম গ্রহণ করত, সে গীর্জায় যাওয়া-আসা করত, যে অগ্নিপূজারী হত সে অগ্নিমণ্ডপে যেত, যে হিন্দু মাযহাব গ্রহণ করত সে দেব মন্দিরে যেত। স্পষ্টভাবেই তার ধর্মত্যাগের বিষয়টা বুঝা যেত। দূর থেকেই মানুষ তাকে মুরতাদ বলে চিনত। তার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করা হত। মুসলমান তার থেকে সকল আশা-ভরসা পরিত্যাগ করত। তার ধর্মত্যাগের বিষয়টা কারো কাছেই গোপন থাকত না।

ইউরোপের পাচারকৃত দর্শন

কিন্তু ইউরোপ থেকে ইসলামী এশিয়ায় যে ইরতিদাদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে, তা এক দর্শনের আকারে আমাদের কাছে পৌঁছেছে। ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলী অস্বীকারই এ দর্শনের মূল বক্তব্য। যে মহাশক্তি এই বিশ্বজগতকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এনেছেন, বিশ্বজগতের প্রতিটি নড়াচড়া, উত্থান-পতন, ঘটনা-দুর্ঘটনা যাঁর নিয়ন্ত্রণে, যে মহাশক্তি এই বিশ্বজগতের স্রষ্টা, একমাত্র যাঁর হুকুমে এই বিশ্বজগতে চলে সেই

মহাশক্তিকে (আল্লাহ) অস্বীকারই এ দর্শনের মূল ভাষ্য। এই দর্শন ইলমে গায়েব, ওহী, নবুওয়াত, আসমানী বিধান এবং চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিকে অস্বীকার করে।

এ পর্যন্ত ইউরোপ থেকে আমাদের কাছে যত দর্শন পৌঁছেছে এর কিছুর সম্পর্ক জীববিজ্ঞানের সাথে, কিছুর সম্পর্ক জ্যোতির্বিজ্ঞানের সাথে, কিছুর সম্পর্ক আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক উৎকর্ষের সাথে আর কিছুর সম্পর্ক রাজনীতি ও অর্থনীতির সাথে। কিন্তু এটা এমন এক দর্শন, যার সম্পর্ক সবকিছুর সাথে, সবার সাথে। বিষয়ের দিক থেকে মানুষের পরস্পর যত পার্থক্যই থাকুক না কেন, এই দর্শন সবাইকে এক পয়েন্টে সমবেত হওয়ার আহবান জানায় যে, এই বিশ্বজগত ও বিশ্বজগতে বসবাসকারী মানবজাতিকে বস্তুবাদী ও প্রকৃতিবাদী দৃষ্টি নিয়ে দেখ এবং এ দুয়ের বাহ্যিক সমস্ত কাজ ও অবস্থাকে বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ নিয়ে পর্যালোচনা কর।

এই দর্শন মানুষের চিন্তাজগতে বিরাট প্রভাব ফেলে। আল্লাহর শক্তির উপর বিশ্বাসকে ক্রমান্বয়ে শিথিল করে দেয় এবং মানুষকে বস্তুর শক্তিতে বিশ্বাসী করে তোলে। এটা মানুষের মনোজগতে ও চিন্তাজগতে প্রভাব বিস্তারকারী একটি স্বতন্ত্র বিশ্বাস, একটি স্বতন্ত্র ধর্ম। এটা তার মৌলিকত্ব, ব্যাপকতা, সার্বজনীনতা এবং মানুষের হৃদয় ও মস্তিষ্ক, তথা দিল ও দেমাগকে আচ্ছন্ন, বিকৃত ও বশীভূতকরণের ক্ষেত্রে ইসলামের পর জন্ম নেয়া সবচেয়ে বড় ধর্ম। ইসলামী রাষ্ট্রের যেই শ্রেণী শিক্ষা-দীক্ষায় ও বুদ্ধিবৃত্তিতে বিশেষ স্বীকৃতিপ্রাপ্ত তারা এর চিত্তাকর্ষকরূপে মুগ্ধ হয়ে পড়ে এবং চোখ মুখ বন্ধ করে অকুণ্ঠ চিত্তে তা কণ্ঠনালী দিয়ে ভিতরে পাঠিয়ে দেয় এবং পরম নিশ্চিন্তে হজম করে নেয়। তারা এই ধর্মের এমন ভক্ত অনুসারী ও একনিষ্ঠ কর্মী বনে যায় যেমন একজন মুসলমান ইসলামের এবং একজন খৃস্টান খৃস্টধর্মের ভক্ত অনুসারী- প্রয়োজনে সে এর জন্য জীবন বিলীন করে, নিজস্ব শিল্প ও সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে এর দাওয়াত দেয়। যেই ধর্ম, যেই সমাজব্যবস্থা এবং যেই চিন্তা-চেতনা এর সাথে

সংঘাতপূর্ণ হয় তাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে এবং এর অনুসারী সবাইকে ভাই ও বন্ধু বলে জানে। অনুরূপভাবে এই দর্শন গ্রহণকারী সবাই মিলে একটি উম্মাহ, একটি জাতি ও একটি দলে পরিণত হয়।

ধর্মহীনতা

এই নতুন ধর্ম- অবশ্য এর অনুসারী একে ধর্ম বলতে তৈরী নয়- এর সারবস্তু কী? বিশ্বজগতকে অস্তিত্ব দানকারী ঐ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় সত্তার অস্বীকৃতি, যিনি তাকদীরের অধিপতি এবং জীবন-ব্যবস্থার প্রকৃত নির্দেশক (اَلَّذِىْ قَدَّرَ فَهَدٰى), মৃত্যুর পর পুনঃ জীবন, হাশর, জান্নাত, দোযখ, সওয়াব ও আযাবের অস্বীকৃতি, নবুওয়াত ও রিসালাতের অস্বীকৃতি, আসমানী বিধি-বিধান ও ইসলামের দণ্ডবিধির অস্বীকৃতি এবং এই বাস্তবতার অস্বীকৃতি যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর সমস্ত বান্দার উপর স্বীয় নির্বাচিত রাসূল সা. -এর আনুগত্য ফরয করেছেন এবং হেদায়াত ও সফলতা তাঁর অনুসরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন। আর ইসলাম আল্লাহর পক্ষ থেকে আখেরী ও স্থায়ী পয়গাম যা দীন ও দুনিয়ার তামাম সফলতা ও কল্যাণের একমাত্র প্রতিভূ। ইসলামই এমন এক জীবনব্যবস্থা যার কোন বিকল্প নেই এবং এ দীনই আল্লাহর কাছে একমাত্র দীন। এই দীন ছাড়া দুনিয়াবী কামিয়াবী ও সফলতা সম্ভব নয়। সর্বোপরি এই কথাকে অস্বীকার করা যে, এই দুনিয়াকে মানুষের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে আর মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহর জন্য।

বর্তমানে যেই শ্রেণীর হাতে অধিকাংশ ইসলামী রাষ্ট্রের নেতৃত্ব ও ক্ষমতা তাদের এক বৃহৎ অংশ এই নতুন ধর্মের অনুসারী। অবশ্য তাদের সবার বিশ্বাস সমান নয়। কারো বিশ্বাস হালকা, আবার অনেকে এই বিশ্বাসে অত্যন্ত মযবুত। মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও দুঃখজনকভাবে তাদের উপর বস্তুবাদী ধ্যান–ধারণা ও পাশ্চাত্য জীবন দর্শন প্রভাব বিস্তার করেছে, যা সম্পূর্ণ নাস্তিকতানির্ভর। এই দর্শন ও বিশ্বাস বহন করে আজো ইসলামী বিশ্বের হাজারো লাখো মুসলমান নাস্তিক হয়ে যাচ্ছে। মহাবিশ্বের সমস্ত উত্থান-পতন, ঘটনা-দুর্ঘটনা, বিপর্যয় ও স্বাচ্ছন্দ্য, মঙ্গলামঙ্গলকে প্রাকৃতিক সাধারণ নিয়ম বলে বিশ্বাস করছে।

আলহামদুলিল্লাহ! নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে তাদের সংখ্যা নেহাত কম নয় যারা আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখে এবং ইসলামের অনুসরণ করে। আমি আবার বলছি, এটাই ঐ ইরতিদাদ যা ইসলামী বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত অবাধে লুণ্ঠন চালিয়ে যাচ্ছে। প্রতিটি ঘর, প্রতিটি খান্দান এর হামলায় আক্রান্ত হয়েছে। ইউনিভার্সিটি কলেজ থেকে শুরু করে সাহিত্য ও শিল্প কেন্দ্র, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান সবকিছুর উপর এর আগ্রাসী থাবা বিস্তৃত হয়েছে। এমন খান্দান খুঁজে পাওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার, যার মাঝে এই ধর্মের কোন ভক্ত ও অনুরাগী নেই। আপনি যখনই তাদের কারো সাথে একান্তে আলাপ করবেন, তাদের মনের কথা বের করে আনবেন, আশ্চর্যের সাথে দেখবেন, হয়ত তার আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস নেই কিংবা পরকালের প্রতি বিশ্বাস নেই। সে রাসূল সা. -এর প্রতি বিশ্বাস রাখে না অথবা কুরআনকে একমাত্র জীবনব্যবস্থা মানে না। তাদের মধ্যে এমন লোকের সংখ্যা কম নয় যারা অবহেলা ভরে বলবে, আমি এ ধরনের বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করি না। আমার কাছে এর তেমন কোন গুরুত্ব নেই।

এক বেওয়ারিশ মাসআলা

নিঃসন্দেহে এই ইরতিদাদ ইসলাম প্রত্যাখ্যান করেছে। কিন্তু প্রশ্ন হল, মুসলমানরা এর প্রতি কেন সজাগ নয়? কারণ এ ইরতিদাদের কোন প্রতীক নেই। এর অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন গীর্জায় যায় না, দেব মন্দিরে বা অগ্নিমণ্ডপে যায় না। সে নিজের ইরতিদাদ ও ধর্ম প্রত্যাখ্যানেরও ঘোষণা দেয় না এবং সমাজও তার এ ধর্ম প্রত্যাখ্যানে সচেতন নয়। তাই সামাজিকভাবে সে কোন রোষের মুখোমুখি হয় না। সে বরাবরের মত সমাজে বসবাস করে, সামাজিক অধিকার ভোগ করে, এমনকি সে সমাজ অধিপতি হওয়ারও সুযোগ লাভ করে। এটা ইসলামী বিশ্বের জন্য অত্যন্ত দুর্ভাবনার বিষয়। ইরতিদাদের বিস্তৃতি ঘটছে, ইসলামী সমাজ হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। অথচ মুসলমানদের এখনো নিদ্রাভঙ্গ হচ্ছে না। ওলামায়ে

উম্মত এবং ইসলামের কেতনধারী কাফেলা এর জন্য অস্থিরতা ও ব্যাকুলতা অনুভব করছে না। আগে যখন কোন জটিল মাসআলা আসত লোকেরা হযরত আলী রা. -এর কথা স্মরণ করত।

এরূপ ক্ষেত্রে প্রবাদ ছিল قَضِيَّةٌ وَلَا اَبَا حَسَنٍ لَهَا যে কেউ এক জটিল মাসআলার সম্মুখীন অথচ এমন কেউ নেই যে হযরত আলী রা. -এর ধীশক্তি দিয়ে তার সমাধান দেয়। বর্তমান ইরতিদাদের নাযুকতম মুহূর্তে অলক্ষ্যেই হযরত সিদ্দীকে আকবর রা. -এর দৃঢ়চেতা ব্যক্তিত্বের কথা স্মরণ হয় এবং বলতে হয় رِدَّةٌ وَلَا اَبَا بَكْرٍ لَهَا ইরতিদাদের আগুন ছড়িয়ে পড়ছে কিন্তু এমন কেউ নেই, যে হযরত আবু বকর রা. -এর ঈমানী কুওয়াত ও দৃঢ়তা নিয়ে তার টুটি চেপে ধরবে। কিন্তু মনে রাখবেন, লড়াই ও আন্দোলন এ মাসআলার সমাধান নয়।

এর জন্য গণমত তৈরীর চিন্তাও ঠিক নয়, জবরদস্তি ও চাপের মাধ্যমে এর সমাধান কোনদিন হবে না; বরং চাপ প্রয়োগে হিতে বিপরীত হবে। এ ফেতনা আরো চাঙ্গা হবে। ইসলাম ধর্মত্যাগী বিরুদ্ধবাদীদের অনুসন্ধান করে তাকে দমন করবে এমন কোন আদালতের স্বীকৃতি দেয় না। আর সে আদালত জুলুম ও জরবদস্তির পৃষ্ঠপোষক। এর সমাধানের জন্য প্রয়োজন কৌশল, দৃঢ়তা ও চরম সহিষ্ণুতা। কিভাবে এই ইরতিদাদের পথ রুদ্ধ করা যায় এবং ধর্মবর্জনকারী শ্রেণীকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনা যায় তার জন্য প্রয়োজন গভীর চিন্তা-ভাবনা ও প্রচুর অধ্যয়ন।

ধর্মহীন বিশ্বপ্লাবী সয়লাবের **আসল** রহস্য

এ নতুন ধর্ম ইসলামী বিশ্বে কিভাবে বিস্তার লাভ করল? কিভাবে এত বিপুল ক্ষমতার অধিকারী হল যে, আজ মুসলমানদের ঘরে তা হানা দিচ্ছে? মানুষের দিল-দেমাগকে এত দ্রুততার সাথে, এত দাপটের সাথে আচ্ছন্ন করা কিভাবে এর জন্য সম্ভব হল? এ সব প্রশ্নের উত্তরের জন্য প্রয়োজন সূক্ষ্ম চিন্তা-ভাবনা, প্রচুর অধ্যয়ন ও গবেষণা।

আসল ঘটনা হল, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে ইসলামী দুনিয়ার উপর ক্লান্তি, অবসাদ ও বার্ধক্যের লক্ষণ ফুটে ওঠে। দাওয়াত ও আকায়েদ, জ্ঞান ও বুদ্ধির দিক থেকে ইসলামী দুনিয়া ক্রমশ অবক্ষয় ও অধঃপতনের দিকে ধাবিত হয়। ইসলাম তো চির তরুণ। তা বার্ধক্য ও প্রাচীনতার সাথে আদৌ পরিচিত নয়। সূর্যের মত সর্বদাই দীপ্যমান। শত সহস্র বছরের পুরোনো হওয়া সত্ত্বেও সূর্য প্রতি মুহূর্তেই নতুন। আজো তার ভরা যৌবন। কিন্তু মুসলমানরা দুর্বলতা ও বার্ধক্যের শিকার হয়ে পড়ে। জ্ঞানের ব্যাপকতা, চিন্তা-গবেষণার শ্রেষ্ঠত্ব, বুদ্ধির গভীরতা, দাওয়াতের অনির্বাণ জযবা, সর্বোপরি ইসলামের আবেদনময় ভঙ্গিতে উপস্থাপনের যোগ্যতায় ক্রমেই তারা পিছিয়ে পড়ে। এছাড়াও অধুনা শিক্ষিত শ্রেণীর সাথে ওলামায়ে কেরাম ও ইসলামের কির্তনধারী জামাআত সুসম্পর্ক রাখেনি, তাদের চিন্তা-চেতনাকে প্রভাবিত করার চেষ্টা হয়নি। অথচ তারাই ছিল আগত বংশধর। ভবিষ্যৎ তাদেরই।

এ নতুন বংশধরকে কেউ বলেনি যে, ইসলাম ফিতরতের ধর্ম, ইসলাম মানবতার শুষ্ক বাগিচায় জীবনসঞ্চারকারী বসন্তের পয়গাম। কুরআনই একমাত্র অবিকৃত, অলৌকিক ও চিরস্থায়ী গ্রন্থ, যার অলৌকিকত্ব অসীম, যার মাঝে চিন্তা-গবেষণার খোরাক অফুরন্ত, যার মাধুর্য ও নতুনত্বের কোন বিকল্প নেই। হযরত রাসূলে কারীম সা. ছিলেন মানব ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তিনি নিজেই ছিলেন এক জীবন্ত মুজেযা। তিনি সমস্ত যুগের, সমস্ত বংশধরের, সমস্ত ভাষাভাষির রাসূল ছিলেন। ইসলামী শরীয়ত মানবজীবনের জন্য গাইড বুক, একটি পূর্ণাঙ্গ সংবিধান। তার মাঝে যে কোন সমস্যার সঠিক সমাধানের এবং যুগের আবেদন বজায় রেখে চলার পূর্ণ যোগ্যতা বিদ্যমান।

ঈমান-আকায়েদ, চারিত্রিক উৎকর্ষ এবং আধ্যাত্মিকতার বিশুদ্ধ সুষমাই হতে পারে একটি সভ্য সাজ ও একটি নির্মল সংস্কৃতির বুনিয়াদ। আজকের নব্য সংস্কৃতিমনা প্রগতিবাদী গোষ্ঠীর কাছে টেকনোলজী ও যন্ত্রপাতি মজুদ আছে, কিন্তু আখলাক ও আকায়েদ, মননশীল জীবনবোধ

এবং মানবতার কল্যাণের চিরন্তন উৎসধারা শুধুমাত্র আম্বিয়ায়ে কেরামের শিক্ষার মাঝেই নিহিত। একটি ভারসাম্যপূর্ণ সুসভ্য সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা তখনই সম্ভব যখন জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির সঠিক সংযোগ ঘটবে। ইউরোপ যখন তার দর্শনের বাহিনী নিয়ে ইসলামী দুনিয়ার উপর হামলা করে, তখন ইসলামী দুনিয়ার এই ছিল অবস্থা। এই দর্শনের আবিষ্কার, সংকলন এবং এর তাত্ত্বিক বিচার বিশ্লেষণ হয়েছিল এমন এক যুগশ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও পণ্ডিতবর্গের থেকে, যাদের গবেষণাকে মানুষ মানব গবেষণার মেরাজ মনে করত। তারা মনে করত, অধ্যয়ন, অনুসন্ধান এবং মানুষের জ্ঞানের পরিধি এ পর্যন্ত শেষ।

চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণার এটাই সংক্ষিপ্ত-সার। এরপর আর কিছু চিন্তা করা যায় না। অথচ এ দর্শনের মাঝে কিছু বিষয় এমন আছে যা অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তিশীল এবং এসব বিষয় সঠিক। আবার অনেক বিষয় এমনও আছে যেগুলো শুধু অনুমান ও ধারণানির্ভর। এর মাঝে সত্যও আছে, মিথ্যাও আছে। জ্ঞানও আছে, অজ্ঞানতাও আছে; সঠিক স্বত্ত্বও আছে, আবার কবিদের কল্পনাও আছে। এটা মনে করার কোন কারণ নেই যে, কল্পনা শুধু ছন্দ ও কবিতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এটা জ্ঞান ও দর্শনের ময়দানেও হয়ে থাকে। আজ থেকে দেড়শ বছর আগে ইউরোপীয়রা ছিল বিজয়ী জাতি। আমরা ছিলাম পরাজিত ও শোষিত শ্রেণী। এ দর্শন বিজয়ী জাতির উদ্ভাবিত ফসল। আর বিজয়ী জাতির জীবনধারা, সভ্যতা ও সংস্কৃতি দ্বারা বিজিত জাতি প্রভাবিত হয় এটা এক ঐতিহাসিক সত্য। তাই তৎকালীন উপমহাদেশসহ এশিয়ার শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর এক বিরাট অংশ ইউরোপীয়দের এ দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং তা বরণ করার প্রতিযোগিতা শুরু করে। তাদের মধ্যে এমনও ছিল যারা বুঝে বরণ করেছিল। তবে তারা সংখ্যায় স্বল্প। বেশি সংখ্যক তারাই ছিল, যারা সম্পূর্ণ না বুঝে 'ঈমান বিল গায়েব' রেখেছিল। কিন্তু সবাই সমানভাবে আচ্ছন্ন ছিল। সময়ে অগ্রসরমানতায় ক্রমান্বয়ে এ দর্শনের উপর বিশ্বাস রাখাই জ্ঞান ও সভ্যতার মাপকাঠি হয়ে ওঠে এবং একে প্রগতিবাদী ও আধুনিকতার আলামত মনে করা হতে লাগল।

এভাবেই এ ইরতিদাদ ও ধর্মহীনতা ইসলামী পরিবেশ ও ইসলামী সীমানায় নির্বিঘ্নে ছড়িয়ে পড়ে। না মাতাপিতা এই পরিবর্তনের ব্যাপারে সচেতন ছিল, না উস্তাদ ও মুরব্বীদের এর কোন খবর হয়েছে। কারো ঈমানী সম্ভ্রমবোধও এতে আহত হয়নি। কারণ এটা ছিল নিরব বিপ্লব। এ ইরতিদাদ ও নাস্তিকতা বরণকারী কোন লোক গীর্জায়ও যায়নি, 'কোন উপাসনা গৃহেও প্রবেশ করেনি, কোন মূর্তির সামনে নতজানুও হয়নি।' অথচ আগে এগুলোই ছিল কুফর, ইরতিদাদ ও নাস্তিকতার মাঝে পার্থক্য নির্ণয়কারী আলামত।

নেফাক ও নাস্তিকতা

আগেকার যুগে মুরতাদরা ইসলামী সোসাইটিকে বিদায় জানিয়ে সে দীন গ্রহণ করত তাদের সোসাইটিতে তারা অন্তর্ভুক্ত হত এবং নিজ বিশ্বাসের পরিবর্তনকে গর্বের সাথে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করত। এরপর নতুন দীনের পথে যত বিপদ-মুসিবত আসত অম্লান বদনে বরদাশত করত। তারা পুরাতন সমাজে যেই সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার ভোগ করত, এ সোসাইটিতে এসেও তা সংরক্ষিত থাকুক তার জন্য প্রচেষ্টা চালাত না। কিন্তু আজ যে সকল লোক ইসলাম ধর্মের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তারা এর জন্য তৈরী নয় যে, ইসলামী সোসাইটি থেকে তাদের সম্পর্ক ঘুচে যাবে। অথচ দুনিয়াতে ইসলামী সমাজই একমাত্র সমাজ যার প্রতিষ্ঠা ও স্থায়িত্ব আকীদা-বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল। সুনির্ধারিত আকায়েদ ছাড়া ইসলামী সমাজের অস্তিত্বই কল্পনা করা যায় না। কিন্তু বর্তমানের নতুন মুরতাদরা চায় মুসলিম সমাজের নাম ভাঙ্গিয়ে ইসলামপ্রদত্ত সকল অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে, কিন্তু নিজ বিশ্বাসে অটল থাকবে। ইসলামের ইতিহাসে এ অবস্থা সম্পূর্ণ নতুন।

জাহেলী সাম্প্রদায়িকতা ও জাতীয়তাপ্রীতি

এ দর্শন একদিকে যেমন আকায়েদ ও আখলাকের গুরুত্বকে ক্ষত-বিক্ষত করেছে, তেমনি ইসলামী দুনিয়ায় ঐ সব জাহেলী আবেগ ও মানসিকতার জন্ম দিয়েছে। যেগুলোর সাথে ইসলাম খোলাখুলি লড়াই

করেছিল এবং যেগুলোর উৎখাতের জন্য পয়গাম্বর আ. সর্বশক্তি দিয়ে আঘাত করেছিলেন। উদাহরণ- জাহেলী জাতীয়তাপ্রীতি, যা বংশ, রাষ্ট্র, ভাষা অথবা ভৌগোলিক সীমারেখার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। জাহেলী যুগে গোত্রপ্রীতি ছিল আরবদের মজ্জাগত। গোত্রের ইজ্জত-সম্মান রক্ষা করা তারা তাদের পবিত্র দায়িত্ব মনে করত। এর জন্য তারা প্রাণ বিসর্জন দিত, মানবিক ভ্রাতৃত্ববোধকে এর উপর ভিত্তি করে নির্মমভাবে পদদলিত করত। গোত্রপ্রীতি তাদের জাতীয় জীবনে একটি স্বতন্ত্র বিশ্বাস ও একটি স্বতন্ত্র ধর্মের মর্যাদা লাভ করেছিল।

তাদের চিন্তা-চেতনাকে এটা এতটা প্রভাবিত করত যে, যিন্দেগীর সমস্ত কর্মকাণ্ড এ চেতনালোকেই নিয়ন্ত্রিত হত। আর বাস্তব সত্য এই, সাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনা ও জাতীয়তাপ্রীতি তার ক্ষমতা, শক্তি ও সুদূরপ্রসারী প্রভাবের কারণে একটি ধর্ম ও একটি মাযহাবের শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী। যখন কোন সমাজে এটা বিস্তার লাভ করে আম্বিয়ায়ে কিরামের সমস্ত প্রচেষ্টা ও মেহনত প্রায় অকার্যকর হয়ে পড়ে এবং যে দীন প্রেরিত হয়েছিল মানুষের যিন্দেগীর প্রতিটি নিঃশ্বাসের যৌক্তিক রাহনুমা হিসাবে, তা ইবাদত ও কিছু আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। আর সেই উম্মতে ওয়াহেদা যার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন-

وَإِنَّ هٰذِهٖ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوْنِ.

তা খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে অগণিত উম্মতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। (সূরা মুমিনূন-৫২)

ইসলাম সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে এত কঠোর কেন?

হযরত রাসূলে কারীম সা. জাহেলী গোত্রপ্রীতি ও সাম্প্রদায়িক ধ্যান-ধারণার বিরুদ্ধে কঠিনভাবে লড়াই করেছেন। এ ব্যাপারে আগত উম্মতকে পরিষ্কার শব্দে সতর্ক করে দিয়েছেন এবং এর সমস্ত সম্ভাবনার দ্বারদেশে নির্দয়ের মত কুঠার চালিয়েছেন। আর এ ধরনের পদক্ষেপের প্রয়োজনও ছিল। কারণ সাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনার বর্তমানে বিশ্বজনীন কোন ধর্মের প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয় এবং উম্মতে ওয়াহেদার ঐক্য ও সংহতি

চিরদিন নিরাপদে থাকতে পারে না। সাম্প্রদায়িকতার মন্দ দিকগুলো তুলে ধরা এবং তার প্রতিরোধ করা ইসলামী শরীয়তের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। অসংখ্য আয়াত ও হাদীসে এ বিষয়ের ক্ষতিকর দিক বয়ান করা হয়েছে বরং ইসলামের সাথে সাম্প্রদায়িকতার দূরত্ব একটি স্বীকৃত বিষয়। যে ব্যক্তি ইসলামের মেজায বরং সাধারণ দীনী মেজাযের সাথে পরিচিত হবে, সে অতি সহজেই বুঝতে পারবে এই মেজায সাম্প্রদায়িকতার সাথে কোনভাবেই সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত হয়ে কেউ যদি উম্মুক্ত মনে ইতিহাস অধ্যয়ন করে তবে সে এই সত্যকে কখনোই পাশ কাটাতে পারবে না যে, জাতিগত বিভেদ ও মানবীয় গুণাবলীর ধ্বংস ও বিকৃতির পিছনে যে সকল বিষয় মৌলিকভাবে কাজ করে তন্মধ্যে সাম্প্রদায়িক মানসিকতার স্থান সবার শীর্ষে। সমস্ত দুনিয়াকে একসূত্রে গাঁথার মহান ব্রত নিয়ে যে মানবজাতির অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছে, ভাষা, বর্ণ, গোত্র ও দেশের ভিন্নতা সত্ত্বেও সকলকে এক বিশ্বাস ও এক পতাকাতলে সমবেত করার মহান লক্ষ্যে যাদের আবির্ভাব ঘটেছে, ঈমান বিরাব্বিল আলামীন ও এক দীনকে কেন্দ্র করে এক নতুন সমাজ ব্যবস্থা সৃষ্টির জন্য যাদের পদক্ষেপ, কষ্ট ও কাটাভরা এ বিশ্বে শান্তি ও নিরাপত্তার ফুল যারা বিছিয়ে দেবে, যারা মানবতার সমস্ত বাগিচাকে মহব্বত ও ভালবাসায় সিঞ্চিত করবে, সবাইকে এমন এককে পরিণত করবে যেমন চিনি ও পানি মিশে গিয়ে এককে পরিণত হয়, যেন এক মন এক দেহ, একজনের দুঃখে অন্যজন কাঁদবে, একজনের ব্যথায় অন্যজন ব্যথিত হবে, তাদের তো উচিত জাতিগত ও গোত্রীয় সকল সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তারা খোলাখুলি যুদ্ধ ঘোষণা করবে এবং শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত এমনভাবে লড়াই অব্যাহত রাখবে, যাতে এ ধরনের মানসিকতা এক অতীত দুঃস্বপ্ন হয়ে ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

ইসলামী রাষ্ট্রে জাতীয়তাপ্রীতি

কিন্তু ইউরোপে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিজয়ের পর হযরত রাসূলে কারীম সা. -এর প্রতিষ্ঠিত ইসলামী দুনিয়ায় চিন্তা-চেতনা সাম্প্রদায়িকতার বিষক্রিয়ায় এমনভাবে ছেয়ে গেছে যেন কোন জ্ঞানের কথা বা কোন সত্য

তার সামনে উৎঘাটিত হয়েছে। এর থেকে ফিরে আসার কোন সুরত নেই। আজ ইসলামী দুনিয়ার অবস্থা এমন ভয়াবহ যে, এতে বসবাসকারী প্রতিটি জাতি সাম্প্রদায়িকভাবে যিন্দা করার ব্যাপারে এবং এর গুণকীর্তনে অসম্ভব রকম উৎসাহী, অথচ ইসলাম একে মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে দিয়েছিল। এমনকি গোত্রীয় ও জাহেলী ঐসব আচার-আচরণকে জীবন্ত করার প্রেরণা আজ উজ্জীবিত হচ্ছে যা স্পষ্টত মুর্তিপূজার বহিঃপ্রকাশ। আজ অনেক রাষ্ট্রে ইসলাম আগমনের পূর্ব সময়কে তাদের জন্য ঐতিহ্য ও গৌরবের কাল মনে করা হচ্ছে অথচ ইসলাম তাকে জাহেলিয়াত, একমাত্র জাহেলিয়াত নামে স্মরণ করে। এটা এমন এক শব্দ যার চেয়ে ঘৃণা ও উদ্বেগ প্রকাশক কোন শব্দ ইসলামের অভিধানে নেই। যার থেকে নিস্তার পাওয়াকে কুরআন মুসলমানদের উপর শুধু মহা অনুগ্রহই মনে করে না বরং এর জন্য আল্লাহর শোকর আদায়ের জোর তাগিদ করেন-

وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا.

অর্থ : তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহকে স্মরণ কর; তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু, তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতি সঞ্চার করেন। ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা ভাই ভাই হয়ে গেলে। (সূরা আলে ইমরান ১০৩)

بَلِ اللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ اَنْ هَدَاكُمْ لِلْاَيْمَانِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ.

অর্থ : আল্লাহ তাআলা তোমাদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন ঈমানের পথে পরিচালিত করে- যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (সূরা হুজুরাত- ১৭)

هُوَ الَّذِىْ يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ اٰيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ وَاِنَّ اللهَ بِكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ.

অর্থ : তিনি তাঁর বান্দার প্রতি সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করেন তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে আনার জন্য। আল্লাহ তো তোমাদের প্রতি করুণাময় ও পরম দয়ালু। (সূরা হাদীদ - ৯)

জাহেলী যুগের ব্যাপারে এক মুসলমানের অবস্থান

এরপর তো একজন মুমিনের এই অবস্থা হওয়া চাই যে, জাহেলিয়াতের আলোচনা যখনই ওঠে চাই তা অতীতের হোক কিংবা বর্তমানের হোক- যেন ঘৃণা ও অবজ্ঞার সাথে ওঠে এবং প্রতি মুহূর্তে মুখ থেকে ঘৃণা ও নিন্দামিশ্রিত আবেগ ঝরে পড়ে। আপনি কি কোন বন্দীকে দেখেছেন যে, সে মুক্তি পাওয়ার পর তার বন্দী জীবনের দুঃখ-ক্লেশকে স্মরণ করে তখন অথচ তার প্রতি কথায় বন্দী জীবনের প্রতি ভীতি ও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে না? জটিল ও ধ্বংসকর অসুস্থতা থেকে সুস্থতা লাভকারী যখন তার অসুস্থতার দিনগুলোর কথা স্মরণ করে, তখন অন্তর কি ব্যথিত না হয়ে থাকে? তার চেহারার রং কি পরিবর্তন হয় না? গভীর রাতে ভীতিকর কোন দুঃস্বপ্ন দেখা ব্যক্তি প্রভাতে তা স্মরণ করার সময় তা অসত্য ও অবান্তর হওয়াতে সে কি আল্লাহর শোকর আদায় করে না? অতএব, যদি বন্দী তার বন্দী জীবনের দুঃখ-ক্লেশকে আনন্দের সাথে স্মরণ না করে, জটিল রোগমুক্ত ব্যক্তির জন্য তার অসুস্থতার অসহায় মুহূর্তগুলোর স্মরণ যদি সুখকর না হয় এবং ভীতিকর দুঃস্বপ্ন দেখা ব্যক্তি তা শুধু স্বপ্ন-এ জন্য যদি দিল থেকে স্বতঃস্ফূর্ত শুকরিয়া আদায় করে থাকে, তবে জাহেলিয়াত তো তার তুলনায় অনেক বেশি ঘৃণিত ও ভীতিকর- তা সমস্ত অজ্ঞতা-মুর্খতা ও ভ্রষ্টতার উৎসধারা, তাতে দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য আশংকাজনক ও ক্ষতিকর অসংখ্য জিনিস নিহিত আছে- তার আলোচনা মানুষের জন্য মারাত্মক অপছন্দের বিষয় হওয়া চাই এবং বর্বর যিন্দেগীর অবসান হয়েছে, আল্লাহ তাআলা গোমরাহীর অন্ধকার থেকে নাজাত দিয়েছেন। তাইতো সহীহ হাদীসে এসেছে-

ثَلٰثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْاِيْمَانِ اَنْ يَكُوْنَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ أَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَاَنْ يُحِبَّ الْمَرْءُ لَا يُحِبُّهٗ إِلَّا لِلّٰهِ وَاَنْ يَكْرَهَ اَنْ يَعُوْدَ إِلَى الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ يُقْذَفَ فِى النَّارِ.

অর্থ : যার মধ্যে তিনটি জিনিস থাকবে সে ঈমানের মজা অনুভব করবে। এক. আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল সা. তার কাছে দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যস্থিত সমস্ত বস্তু অপেক্ষা প্রিয় হয়। দুই. যে মানুষের সাথে মহব্বত রাখে শুধু আল্লাহর জন্য। তিন. তার জন্য কুফরী ও ভ্রষ্টতায় ফিরে যাওয়া এত কষ্টকর যেমন কষ্টকর আগুনে নিপতিত হওয়া। (বুখারী শরীফ)

আল্লাহ তাআলা জাহেলী যুগের আচার-আচরণ ও জাহেলী নেতৃবর্গের নিন্দা করে বলিষ্ঠ ভাষায় ঘোষণা করেন-

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَّدْعُوْنَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُوْنَ. وَاَتْبَعْنٰهُمْ فِى هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَّيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوْحِيْنَ.

অর্থ : আমি তাদেরকে (দোযখবাসীদের) নেতা বানিয়েছিলাম। তারা লোকদেরকে জাহান্নামের দিকে আহবান করত। কেয়ামতের দিন তাদেরকে সাহায্য করা হবে না। এ পৃথিবীতে আমি তাদের পশ্চাতে লাগিয়ে দিয়েছি অভিশম্পাত এবং কেয়ামতের দিন তারা হবে ঘৃণিত। (সূরা কাসাস ৪১-৪২)

وَمَآ اَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيْد. يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُوْد. وَاُتْبِعُوْا فِى هٰذِهِ لَعْنَةً وَّيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُوْد.

অর্থ : ফেরআউনের কার্যকলাপ ভাল ছিল না। সে কিয়ামতের দিনে তার সম্প্রদায়ের অগ্রভাগে থাকবে এবং সে তাদের নিয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। যেখানে তারা প্রবেশ করবে তা কত নিকৃষ্ট স্থান! এ দুনিয়ায় তাদের অভিশম্পাতগ্রস্থ করা হয়েছিল এবং অভিশম্পাত হবে কিয়ামতের দিনেও। কত নিকৃষ্ট সে পুরস্কার, যা তারা লাভ করবে! (সূরা হুদ ৯৯)

ইসলামী রাষ্ট্রে জাহেলী যুগপ্রীতি

কিন্তু বর্তমানে অনেক ইসলামী রাষ্ট্রের মুসলমানদের অবস্থা হল তারা পাশ্চাত্য জীবনধারা ও ইউরোপীয়দের চিন্তা-চেতনায় প্রভাবিত

হয়ে ইসলাম পূর্ব যুগকে এবং সে যুগের সভ্যতা-সংস্কৃতি ও আচার অনুষ্ঠানকে ইজ্জতের দৃষ্টিতে দেখে। এতে তার হৃদয়ে সে সভ্যতা-সংস্কৃতি ও আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি অনুরাগ জন্ম নেয়। সে আশা করে সে সব আচার-অনুষ্ঠান আবার নবজীবন লাভ করুক। সে এর জন্য তখনকার কৃষ্টি ও সভ্যতার পৃষ্ঠপোষকদেরকে ইতিহাসের কিংবদন্তি ভূমিকায় পেশ করার চেষ্টা করে, যেন সেই যুগ এবং সেই কৃষ্টি ও সভ্যতা তাদের জন্য মহামূল্যবান নেয়ামত ছিল। ইসলাম তাদের থেকে তা ছিনিয়ে নিয়েছে। (আল্লাহ এরকম মন্দ অনুভূতি থেকে আমাদেরকে হেফাযত করুন)। এটা কত নির্লজ্জ কৃতঘ্নতা! ইসলাম ও ইসলামের নবী সা. -এর কতটুকু অবমূল্যায়ন! এর অর্থ এছাড়া আর কি যে, হৃদয় থেকে কুফর ও মুর্তিপূজার মন্দ অনুভূতি মুছে গেছে, জাহেলী আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি তার হৃদয়ে কোন ঘৃণা অবশিষ্ট নেই -এর একজন অনুভূতিশীল মুসলমানের জন্য এটা অকল্পনীয়। যদি তার ঈমান চলে গিয়ে থাকে, সে ইসলামের দৌলত থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে এবং আল্লাহর রহমতের পরিবর্তে আল্লাহর গজব এসে থাকে তবেই তা সম্ভব হতে পারে। কুরআন এ মর্মে আমাদেরকে হুঁশিয়ার করেছে-

وَلَا تَرْكَنُوْا إِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ.

অর্থ : যারা নিজেদের প্রতি জুলুম (শিরক) করেছে তাদের প্রতি তোমরা ঝুঁকে পড়ো না। ঝুঁকলে তোমাদেরকে অগ্নি স্পর্শ করবে এবং সে অবস্থায় তোমাদের জন্য আল্লাহ ব্যতীত কোন সাহায্যকারী থাকবে না এবং তোমাদেরকে কোন সাহায্য করা হবে না। (সূরা হুদ -১১৩)

দীনী, নৈতিক ও চারিত্রিক অধঃপতন

ইসলামী বিশ্বের বর্তমান অধঃপতনের পিছনে জাতীয়তাপ্রীতি ধ্যান-ধারণা ছাড়াও দ্বিতীয় আরেকটি ফেৎনার ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাহল-সমাজের শিক্ষিত ও নেতৃস্থানীয় মহলের ভোগবাদী মানসিকতা এবং পার্থিব আরাম আয়েশের পিছনে হন্যে হয়ে ছোটা। অন্য কথায়, দুনিয়াকে

আখেরাতের উপর প্রাধান্য দেয়ার মানসিকতা, পার্থিব জীবনের প্রতি মোহ এবং ভোগবাদী চিন্তা-চেতনা। এর স্বাভাবিক পরিণতি হল, মানবীয় বৈশিষ্ট্যাবলী ও নৈতিকতার অবক্ষয়। ইসলাম কর্তৃক হারাম বিষয়কে হালকাভাবে গ্রহণ, অশ্লীলতার প্রসার, মদ্যপ সমাজের সৃষ্টি এবং ইসলামের ফরয ও আবশ্যকীয় বিষয় থেকে এমন বাধা-বন্ধনহীন স্বাধীনতা যেন এই শ্রেণীর কাজের সাথে ইসলামের কোন সম্পর্কই নেই কিংবা ইসলামী শরীয়ত অতীত কোন দাস্তান ও বিয়োগান্ত উপাখ্যান ছিল, আজ তা মানসুখ ও রহিত হয়ে গেছে। ইসলামী দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে আজ এ ভোগবাদী মানসিকতা লালনকারী এক বিশাল জনগোষ্ঠীর উপস্থিতি আমাদের জন্য সত্যিই দুর্ভাগ্যজন্যক।

মুসলিম বিশ্বের জন্য সবচেয়ে বড় আশংকা

এটা হল আজকের মুসলিম বিশ্বের সংক্ষিপ্ত চিত্র। এই চিত্রে যা কিছু ধরা পড়ে আমার কাছে তা জাহেলিয়াতের এমন এক আগ্রাসী প্লাবন মনে হয়, যা ইসলামের সমস্ত দৌলতকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। মুসলিম বিশ্ব তার সমগ্র ইতিহাসে এমন সর্বগ্রাসী কোন প্লাবনের মুখোমুখি আর হয়নি। এর মত প্রচণ্ড প্লাবনেরও মুখোমুখি হয়নি, আবার এর মত বিশাল বিশ্বগ্রাসী প্লাবনেরও মুখোমুখি হয়নি। তাছাড়া এ প্লাবনের অন্য রকম বিশেষত্ব আছে। সব ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এ ব্যাপারে কেউ সচেতন নয়। দু'একজন যাও বা আছে কিন্তু তাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তার সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে সর্বশক্তি নিয়ে, সর্বস্ব দিয়ে এর প্রতিরোধে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

আমরা অতীতের দিকে তাকালে দেখি, তৎকালীন সময়ে যখন গ্রীক দর্শন ইসলামী সমাজে ধর্মহীনতা ও নাস্তিকতা বিস্তার করছিল তখনি তার প্রতিবিধানে এমন সব ব্যক্তিত্ব সর্বশক্তি নিয়ে তেজোদ্দীপ্ত হুংকার দিয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন, যাঁরা ইলমী গভীরতা, বিদগ্ধ পাণ্ডিত্য, বিরল প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের তেজস্বীতায় ইসলামী ইতিহাসের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ছিলেন। এমনিভাবে যখন বহুজাতিক ভারতে ভাববাদী ও বহু ঈশ্বরবাদী চক্রের

আবির্ভাব ঘটেছিল তখনও ওলামায়ে উম্মত ইলম ও প্রজ্ঞা, দলিল ও যুক্তির উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে রণসাজে ময়দানে সিনা টান করে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। তাদের কুরবানীর বদৌলতেই ইসলাম ভেঙ্গে পড়া অবস্থা থেকে প্রকৃত রূপ-সুষমা ফিরে পেয়েছিল এবং পূর্বের তুলনায় আরো সুদৃঢ় হয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। তাই তো পরে বিরোধিতার প্রচণ্ড ঢেউ ধেয়ে এসেছিল বটে, কিন্তু মাথা নিচু করে ফিরে গেছে। সয়লাবের বেগবান স্রোত এসেছিল, কিন্তু অকার্যকর হয়ে প্রত্যাবর্তন করেছে।

প্রধান সমস্যা

যে সমস্যা মুসলিম বিশ্বের দিকে তুফান বেগে ছুটে আসছে, যার লক্ষ্য আমাদের দীনী ও আখলাকী বরবাদী, তা আজ আমাদের জন্য কুফর ও ঈমানের সমস্যা। আমাদের সামনে দু'টি পথ খোলা আছে। (এক) যুদ্ধের প্রস্তুতি, (দুই) আত্মসমর্পণ। এখন প্রশ্ন হল, আমরা কোন পথ এখতিয়ার করব? ইসলামী দুনিয়ায় যুদ্ধক্ষেত্র তৈরী হচ্ছে যার একদিকে ইউরোপীয় দর্শন, ধর্মহীনতা, অন্যদিকে ইসলাম- আল্লাহর আখেরী পয়গাম। একদিকে বস্তুবাদ, অন্যদিকে আসমানী শরীয়ত। আমি মনে করি, এটা ধর্ম ও ধর্মহীনতার চূড়ান্ত লড়াই। এরপর দুনিয়া এ দু'টোর কোন একটাকেই গ্রহণ করে নেবে।

পবিত্রতম জিহাদ

ধর্মহীনতার সয়লাব আজ মুসলিম বিশ্বের সীমান্তের বহু ভেতরে ঢুকে পড়েছে। আমাদের কিল্লায় নয় বরং আমাদের কলিজায় তা আঘাত করছে। আমি মনে করি, ধর্মহীনতা ও বস্তুবাদের এ সয়লাবকে প্রতিরোধ করাই এখনকার জিহাদ, সময়ের সবচেয়ে বড় দাবী, বর্তমান যুগের সবচেয়ে বড় দীনী জরুরত। এ সময়ের সংস্কার ও বৈপ্লবিক কাজ হল উম্মতের যুবক ও শিক্ষিত শ্রেণীর মাঝে ইসলামের বুনিয়াদি বিষয় মৌলিক আকায়েদ ও ইসলামের শাশ্বত আদর্শের এবং রিসালাতে মুহাম্মাদীর প্রতি সেই বিশ্বাস ও বিশ্বস্ততা ফিরিয়ে আনা, যার বন্ধন তারা স্বেচ্ছায় আলগা করে ফেলেছে। আজকের সবচেয়ে বড় ইবাদত হল, ইসলাম সম্পর্কে

যেসব সংশয়-সন্দেহ ও ধুম্রজাল তাদের মন-মস্তিষ্কে ছেয়ে আছে; মননশীল, সুন্দর ও প্রজ্ঞাপূর্ণ যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে তা দূর করা এবং জাহেলী কৃষ্টি ও সভ্যতার ত্রুটিসমূহ চিহ্নিত করে অত্যন্ত হেকমতপূর্ণ পদ্ধতিতে তাদের কাছে ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরা, যাতে তাদের চিন্তা-চেতনা এর দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং দিল ও দেমাগে ইসলামপ্রীতি স্থান করে নেয় বরং আরেকজন পর্যন্ত ইসলাম পৌঁছানোর জযবা পয়দা হয়।

পূর্ণ এক শতাব্দী হতে চলেছে ইউরোপ আমাদের যুবক ও শিক্ষিত শ্রেণীর মস্তিষ্ক বিকৃত করে আসছে। সংশয়-সন্দেহ, ধর্মহীনতা, নাস্তি কতা, ভণ্ডামী ও প্রতারণার বীজ ঢুকিয়ে দিয়েছে তাদের হৃদয়ে, চিন্তা-চেতনায়। এতে ধর্মীয় সকল বিষয়ে তাদের ঈমান নড়বড়ে হয়ে পড়েছে বরং সেখানে স্থান করে নিয়েছে বস্তুতান্ত্রিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ধ্যান-ধারণা। পূর্ণ এক শতাব্দী ধরে আমরা এই গ্লানি ও পরাজয়ের শিকার, কিন্তু আমাদের তা প্রতিরোধ করার কোন ফিকির হয়নি, আমরা তার কোন পরোয়া করিনি। আমাদের যে সময়ের দাবী অনুযায়ী পুরাতন জ্ঞানভাণ্ডারের সাথে নতুন অনেক জ্ঞানের, বিভিন্ন ধরনের জ্ঞানের সংযোজন করা একান্ত কর্তব্য ছিল; আমরা তা বুঝিনি। আমরা ইউরোপের ঐ সমস্ত দর্শনকে বুঝার এবং বুঝে তার যথাযথ তাত্ত্বিক পর্যালোচনা করে দক্ষ সার্জেনের মত তার পোস্টমর্টেম করার কোন প্রয়োজন অনুভব করিনি। আমাদের সমস্ত সময় ব্যয় হয়েছে মৌলিকত্ব নেই এমন অনেক বিষয়ে। ফলে শতাব্দীর এ দ্বারপ্রান্তে এসে আমরা এক ভয়ানক পরিস্থিতির সম্মুখীন হলাম। আমাদের এক বিশাল জনগোষ্ঠীর ঈমান ও বিশ্বাস আজ নড়বড়ে, ঘুণে ধরা।

এমন এক প্রজন্ম আমাদের শাসন ক্ষমতায় আসছে যাদের না ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসের উপর ঈমান আছে, না তাদের মধ্যে ইসলামপ্রীতি, ইসলামী চেতনাবোধ এবং সর্বক্ষেত্রে ইসলামের অনুশাসনকে প্রাধান্য দেয়ার উৎসাহ-উদ্দীপনা আছে, না তার মুসলমান সম্প্রদায়ের সাথে জাতিগতভাবে সেও গণনায় মুসলমান -এ সম্পর্ক ছাড়া অন্য কোন সম্পর্ক আছে। আর যদি কিছু সম্পর্ক থাকেও তা রাজনৈতিক ফায়দা

হাসিলের জন্য। ব্যাস! এছাড়া আর কোন সম্পর্ক নেই। এখনকার অবস্থা তো এর চেয়েও নাজুক। ধর্মবিবর্জিত মানসিকতা, অধর্মীয় চিন্তাধারা, বিজাতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতি ও রাজনীতিপ্রীতি আমাদের আওয়াম ও গ্রাম্য জনগণ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। আজ মুসলমানদের মাথার উপর ব্যাপক ধর্মহীনতার নাঙা কৃপাণ ঝুলছে। আল্লাহ না করুন, সময়ের অগ্রসরমানতায় সেই অবস্থা না উপস্থিত হয়, যখন ইসলাম জীবনের কর্মমুখর ময়দান থেকে বেদখল হয়ে শুধু শোভা ও বিলাসিতার জিনিসে পরিণত হবে।

ঈমানের দাওয়াত

এ মুহূর্তে ইসলামী দুনিয়ায় প্রয়োজন এক নতুন ইসলামী দাওয়াতের ও মেহনতের। এ দাওয়াত ও মেহনতের শ্লোগান হবে- এসো, আবার নতুন করে ইসলামের উপর ঈমান আনি, তবে শুধু শ্লোগান যথেষ্ট নয়। এর জন্য প্রথমেই ভাবতে হবে, বুঝতে হবে কোন রাস্তায় ইসলামী দুনিয়ার বর্তমান শাসকগোষ্ঠী ও ক্ষমতাবান শ্রেণীর মন-মগজে পৌঁছা যাবে এবং তাদেরকে ইসলামে ফিরিয়ে আনা যাবে।

নিঃস্বার্থ ও নিবেদিত প্রাণ দাঈ'র জরুরত

আজ ইসলামী দুনিয়ার জন্য এমন কর্মোদ্যম জামাতের প্রয়োজন যারা এর জন্য হবে নিবেদিতপ্রাণ। জ্ঞান-বুদ্ধি, ধন-সম্পদ, যোগ্যতা, উপায়-উপকরণ সবকিছু এর জন্য উৎসর্গ করবে। ইজ্জত-সম্মান, পদ ও নেতৃত্বের প্রতি তাদের কোন মোহ থাকবে না। তারা হবে হিংসা-বিদ্বেষ ও সংকীর্ণতা থেকে বহু উর্ধ্বে। অন্যের উপকারের চিন্তা করবে, নিজে উপকার গ্রহণ করবে না। শুধু দিবে, কিছু নেবে না। তাদের কর্মপন্থা হবে রাজনৈতিক কর্মপদ্ধতি থেকে ভিন্ন। তাদের দাওয়াত ও মেহনত হবে রাজনৈতিক আন্দোলনের (যার লক্ষ্য কেবল ক্ষমতা অর্জন) চেয়ে ভিন্ন বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। ইখলাস হবে তাদের পূজি। প্রবৃত্তি পূজা, আত্মপছন্দ এবং সব ধরনের জাতীয়তাপ্রীতি থেকে তারা হবে সম্পূর্ণ পবিত্র।

দাওয়াতের জন্য নতুন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন

সাথে সাথে আজ ইসলামী দুনিয়ার জন্য এমন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন যা নতুন ইসলামী সভ্যতার জন্ম দেবে, যে সভ্যতা আমাদের শিক্ষিত শ্রেণীকে ইউরোপীয় জীবনধারার নাগপাশ থেকে ছিনিয়ে পুনরায় ইসলামের দিকে, সার্বজনীন ইসলামী আদর্শের দিকে ফিরিয়ে আনবে। তাদের কেউ তো বুঝে শুনে আসবে, কিন্তু অনেকেই সময়ের আবহাওয়ায় প্রভাবিত হয়ে আসবে। যে সভ্যতা যুবকদের চেতনায় নতুনভাবে ইসলামের বুনিয়াদকে প্রতিষ্ঠিত করবে, তাদের হৃদয় ও আত্মার খোরাক হবে। এ কাজের জন্য ইসলামী দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে এমন দৃঢ়চেতা ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন যারা শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত এ লড়াইয়ের ময়দান থেকে পিছু হটবে না।

আমি আমার ব্যাপারে স্পষ্ট করে বলতে চাই যে, আমি কস্মিনকালেও এ সকল লোকে দলভুক্ত নই যারা দীন ও রাজনীতির মাঝে বিভাজন সৃষ্টি করে। আর না তাদের দলভুক্ত, যারা পূর্বেকার সমস্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থেকে হটে গিয়ে ইসলামের এমন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে, যার দ্বারা ইসলাম যে কোন সমাজব্যবস্থা এবং যে কোন অবস্থার সাথে (চাই তা ইসলাম থেকে যত দূরে সরে গিয়ে হোক না কেন) ফিট হয়ে যায় এবং সব ধরনের সোসাইটিতে খাপ খায়। আমার তাদের সাথেও কোন সম্পর্ক নেই, যারা রাজনীতিকে কুরআনে উল্লিখিত অভিশপ্ত বৃক্ষ وَالشَّجَرَةُ الْمَلْعُوْنَةُ فِى الْقُرْاٰنِ এর মতলব মনে করে। আমি ঐ সমস্ত লোকদের প্রথম সারিতে, যারা মুসলিম জাতির মাঝে বিশুদ্ধ রাজনৈতিক চেতনা উজ্জীবিত করার প্রত্যাশী এবং প্রতিটি রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতায় যোগ্য নেতৃত্ব দেখার অভিলাষী। আমি তাদের দলভুক্ত, যাদের বিশ্বাস ইসলামী সমাজ ততক্ষণ পর্যন্ত কায়েম হতে পারে না, যে পর্যন্ত না ইসলামী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা হয় এবং ইসলামী আইনই রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার বুনিয়াদ হয়। আমি এর একজন একনিষ্ঠ দাঈ এবং যিন্দেগীর আখেরী নিঃশ্বাস পর্যন্ত এর উপর অবিচল থাকব।

অতীত অভিজ্ঞতা

এখন পর্যন্ত আমাদের সমস্ত চেষ্টা, আমাদের সমস্ত যোগ্যতা, সমস্ত উপায়-উপকরণ এবং সময় রাজনৈতিক আন্দোলনের লক্ষ্যেই পরিচালিত হয়। আন্দোলন ও নির্বাচন প্রাক্কালে আমরা মনে করি, আমাদের মাঝে পূর্ণ ঈমান আছে এবং জাতীয় নেতৃবর্গ (যারা নিঃসন্দেহে শিক্ষিত শ্রেণী থেকেই হয়ে থাকে) তারাও পূর্ণ মুসলমান। ইসলামের মাহাত্ম্য ও মর্যাদা বৃদ্ধির চেতনায় তারা উদ্দীপ্ত, ইসলামের অনুশাসন দণ্ডবিধি বাস্তবায়নে উৎসাহী, অথচ বাস্তবতা সম্পূর্ণ বিপরীত। সামগ্রিকভাবে আজ তাদের মাঝে ঈমানী দুর্বলতা ও আখলাকী ত্রুটিতে ছেয়ে আছে। কিন্তু এ ব্যাপারে আমরা কোন খোঁজ খবর করি না. জনসাধারণের মাঝেও কোন সচেতনতা নেই। পাশ্চাত্যমুখী জীবনধারার প্রভাবে তাদের বেশিরভাগই এমন যাদের থেকে সত্যিকার ইসলামের আকীদা-বিশ্বাস হারিয়ে গেছে বরং তাদের অনেকে তো খোলাখুলি ইসলামের বিশ্বাসের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করে এবং পাশ্চাত্য জীবনধারাকে হৃদয় দিয়ে ভালবাসে। তার প্রচার-প্রসারের চিন্তায় সর্বদাই বিভোর হয়ে থাকে।

এই হল সেই শ্রেণীর অধিকাংশের ধ্যান-ধারণা। এরপর কাজের ময়দানে কেউ দ্রুততার পক্ষপাতী, কেউ আবার ‘ধীরে চল’ নীতির প্রবক্তা। কেউ চায় শক্তি দিয়ে, ক্ষমতা দিয়ে এই ধর্মহীনতাকে সমাজে চাপিয়ে দিতে। আবার কেউ চিত্তাকর্ষক, দৃষ্টিনন্দন লেবেল লাগিয়ে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করতে চায়। কিন্তু তাদের সবার উদ্দেশ্য এক, গন্তব্যস্থল অভিন্ন।

ধর্মপ্রিয় শ্রেণীর মাঝে দুই গ্রুপ

আমাদের ধর্মীয় শ্রেণী অবশ্য তাদেরকে ‘ধর্মীয় শ্রেণী’ যদি বলা বৈধ হয়- বৈধতার কথা আসে, কারণ খৃস্ট সমাজের মত ইসলামে কোন পোপ শ্রেণী নেই, চিন্তাগত অবস্থানের হিসেবে দু’গ্রুপে বিভক্ত। এক গ্রুপ ইউরোপীয় দর্শনের মুখরোচক শ্লোগানের ফাঁদে আবদ্ধ আমাদের আধুনিক শিক্ষিত ও নেতৃস্থানীয় শ্রেণীর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ

করে, তাদেরকে তাকফির করে। তাদের ছায়া মাড়াতেও পছন্দ করে না। কিন্তু কি কারণে এদের মধ্যে ধর্মহীনতা ও নাস্তিক্যবাদের প্রতি অনুরাগ জন্ম নিয়েছে তা খতিয়ে দেখার প্রয়োজন মনে করে না।

এ শ্রেণীর কাছাকাছি যাওয়া, মেলামেশা করা, ইসলাম ও ওলামায়ে কেরাম সম্পর্কে তাদের ভীতি ও অশ্রদ্ধা দূর করা, তাদের মধ্যে আল্লাহ তাআলা ঈমান ও কল্যাণের সামান্যতম বুঝ যদি রেখে থাকেন তাকে আরেকটু চাঙ্গা করা, ইসলামের প্রতি আবেদন সৃষ্টি হয় এমন পুস্তক প্রণয়ন করে তাদের মধ্যে দীনী চেতনা জাগরিত করা, তার ধন-সম্পদ, পদমর্যাদা ও ক্ষমতার প্রতি অমুখাপেক্ষিতা প্রদর্শন করে তাকে ইসলামের মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলা, দরদ ও ব্যথা নিয়ে তাকে প্রজ্ঞাপূর্ণ নসীহত করা ইত্যাদি পদক্ষেপ তাদের কাছে যৌক্তিক পদক্ষেপ মনে হয় না। আর দ্বিতীয় গ্রুপ সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা এ শ্রেণীকে সহযোগিতা দেয়, তাদের দীনকে বিশুদ্ধ করার কোন ফিকির করে না। এ গ্রুপের মধ্যে না কোন দাওয়াতী রুহ আছে, না দীনী কোন সম্ভ্রমবোধ আছে।

সংস্কার ও বিপ্লবের জন্য যেই জামাতের প্রয়োজন

আজ এমন কোন জামাত নেই যার এ অবস্থা দর্শনে ব্যথিত হবে। যারা উপলব্ধি করবে, আজকের শিক্ষিত ও নেতৃস্থানীয় শ্রেণী অসুস্থ, কিন্তু এরা আমাদের ভাই। এদের চিকিৎসার দরকার। তারা চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে। হেকমত ও কোমল ব্যবহার দিয়ে তাদের হৃদয়ে স্থান করে নেবে এবং অত্যন্ত মমতা নিয়ে তাদের কল্যাণে নিজেদের উৎসর্গ করবে। এই তৃতীয় শ্রেণীর অনুপস্থিতির কারণেই আজ পশ্চিমা জীবনধারামুখী প্রজন্মের দীন ও দীনী পরিবেশের কাছাকাছি আসার সুযোগ হয় না। তাদের সারা জীবন দীনী পরিবেশের প্রতি এক ধরনের ভীতি ও দূরত্ব থাকে। দীনদার এক শ্রেণী তাদের এই ভীতিকে আরো বাড়িয়ে তোলে। চতুর্থ আরেক শ্রেণী আছে, যারা দীনের নামে তাদের থেকে নেতৃত্ব ও শাসনক্ষমতা দখলের শ্লোগান তুলে, তাদের ফাঁসী ও গ্রেফতারীর ধুয়া তুলে তাদের এই ভীতি ও দূরত্বকে বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়।

এ দু' গ্রুপ হিংসা-বিদ্বেষের এক নতুন দুয়ার উন্মোচন করা ছাড়া আর কিছু করে না। মানুষের স্বভাব হল মানুষ যদি দুনিয়ার লোভী হয় তবে এ ব্যাপারে সে কোন তত্ত্বাবধায়ককে বরদাশত করে না। যদি ক্ষমতা ও নেতৃত্ব তার মাকসাদ হয়, তবে এ ময়দানে তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে সে দু'চোখে দেখতে পারে না। আর যদি সে প্রবৃত্তিপূজারী ও দুনিয়ার আরাম-আয়েশের প্রত্যাশী হয় তবে এটা অসম্ভব যে, সে দুনিয়ার ভোগবিলাসে অন্য কাউকে তার অংশীদার বানাবে এবং ভোগ অধিকার দেবে। আজ ইসলামী দুনিয়ার বেদনার একমাত্র অবসানকারী হল ঐ জামাত, যারা হবে প্রবৃত্তিপূজার উর্ধ্বে নিঃস্বার্থ ধর্মপ্রচারক। তাদের উদ্দেশ্য হল সম্পদ হাসিল করা কিংবা নিজের বা পার্টির জন্য নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা- সন্দেহ উদ্রেককারী এমন সমস্ত পদক্ষেপ থেকে যারা হবে সম্পূর্ণ মুক্ত। যারা দীন বঞ্চিত শ্রেণীর মাঝে মেলামেশার মাধ্যমে, পত্রাদি ও আলোচনার মাধ্যমে, দাওয়াতী সফরের মাধ্যমে, আবেদনশীল ইসলামী রীতিনীতির প্রচলন ঘটিয়ে, ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব স্থাপন করে, মননশীল ও সুন্দর আখলাকের মাধ্যমে, অমুখাপেক্ষিতা, দুনিয়ার প্রতি নির্লোভ মানসিকতা ও পয়গাম্বরসূলভ ব্যবহার দ্বারা তাদের সমস্ত সংশয়-সন্দেহ ও জটিলতা দূর করে দেবে, যা পশ্চিমা জীবনধারা ও দর্শনের প্রভাবে কিংবা দীনদার শ্রেণীর গাফলতির ফলে জন্ম নিয়েছিল কিংবা বুদ্ধিমত্তা, সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি এবং ইসলাম ও ইসলামের নির্মল পরিবেশের সাথে দূরত্বই যার একমাত্র কারণ।

এ পদ্ধতিতে মেহনতকারীর সফলতা

এটাই ঐ জামাত, যাদের দ্বারা প্রত্যেক যুগে ইসলামের খেদমত হয়ে এসেছে। উমাইয়া শাসনের গতিধারা পাল্টে দেয়ার এবং হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয র. কে খেলাফতের মসনদে বসানোর পিছনে কার্যকরী ভূমিকা এ জামাতেরই ছিল, যাদের প্রতিনিধিত্ব করেছেন যুগশ্রেষ্ঠ বুযুর্গ হযরত রাজা ইবনে হায়াত র.। হিন্দুস্তানের মোঘল আমলেও এ ধরনের সংস্কার কাজ এ জামাতেরই পরিশ্রমের ফসল।

আকবরের মত দোর্দণ্ড প্রতাপশালী শাসক ইসলাম প্রত্যাখ্যান করে খোলাখুলি ইসলামের দুশমনীতে অবতীর্ণ হয়েছিল। যেন সে এই প্রতিজ্ঞা নিয়েছিল, যে ইসলামী সমাজ দীর্ঘ চারশত বছর হুকুমতের ছায়াতলে লালিত হয়েছে তাকে পুনরায় জাহেলিয়াতের নমুনায় সাজানো হবে।

ঠিক এমনি যুগ সন্ধিক্ষণে হক ও হক্কানিয়্যাতের প্রদীপ্ত মশাল নিয়ে সত্যের সূর্যরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন মুজাদ্দিদে আলফেসানী র.। তাঁর ইখলাস, বুদ্ধিমত্তা এবং তাঁর ও তাঁর সাথীদের কুরবানীর বদৌলতে দীনে এলাহী প্রত্যাখ্যাত হয়, ইসলাম তার প্রকৃত রূপ সুষমা ফিরে পায় এবং পূর্বের তুলনায় মজবুত হয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কারণেই আকবরের পর মোঘল সিংহাসনে ক্রমাগত শাসকবৃন্দের প্রত্যেকেই পূর্বের শাসকের তুলনায় ভাল ছিলেন। এমনকি আওরঙ্গজেব আলমগীরের মত শাসকের জন্ম হয়। আওরঙ্গজেব আলমগীরের আলোচনা ইসলাম ও সংস্কার ইতিহাসের একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়। আর একথা তো স্বতঃসিদ্ধ যে, ইতিহাসের সৃষ্টি সেই ঐতিহাসিক বিপ্লবের পুনরাবৃত্তির জন্য, বারবার পুনরাবৃত্তির জন্য। মোটকথা, আজকের অন্ধকারাচ্ছন্ন দুনিয়ায় ইসলামের পুনর্জীবন দানকারী শক্তি শুধু এই দাওয়াত, এই হেকমত এবং এই ইখলাস।

নাযুক অবস্থা

এ অবস্থাকে আমাদের হিম্মত ও দৃঢ়তা, হেকমত ও বুদ্ধিমত্তার দ্বারা মোকাবেলা করতে হবে। ইসলামী দুনিয়ার উপর আজ এক মারাত্মক সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ইরতিদাদের মুসিবত এসেছে। ইসলামের জন্য যাদের হৃদয়ে সামান্যতম টানও আছে এই মুসিবত তাদের চিন্তা-গবেষণার ও আলোচনার একমাত্র বিষয় হওয়া চাই। আজ প্রতিটি মুসলিম রাষ্ট্রের আধুনিক শিক্ষিত শ্রেণীর এক বিরাট অংশের অবস্থা অত্যন্ত হৃদয়বিদারক। ঈমান ও আকীদার লাগাম থেকে তাদের হাত আলগা হয়ে গেছে। মানবীয় গুণাবলীর সমস্ত বন্ধন তারা ছুড়ে ফেলেছে। তাদের চিন্তা-চেতনা সম্পূর্ণ বস্তুতান্ত্রিক হয়ে গেছে। রাজনীতিতে তারা ধর্মহীনতাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। যদি

'অধিকাংশ' শব্দ আমি নাও বলি কিন্তু একথা অবশ্যই বলব, তাদের মধ্যে 'এমন' লোক অনেক আছে যাদের নিকট ইসলাম একটি আকীদা, একটি জীবনব্যবস্থা- এই ঈমানও নেই।

মুসলমান জনসাধারণ- যাদের মধ্যে কল্যাণ ও মঙ্গলের সমস্ত উপকরণ মওজুদ আছে এবং তারা স্বীয় বিশ্বাস ও স্বভাব হিসেবে মানবতার শ্রেষ্ঠ জামাত- এতদসত্ত্বেও এই শ্রেণীর জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব ও চিন্তাধারার উৎকর্ষের কারণে তাদের অধীন ও অনুগত। যদি এই অবস্থা বরাবর চলতে থাকে তাহলে ধর্মহীনতা ও ফাসাদ তাদের মধ্যেও বিস্তার লাভ করবে। গ্রাম্য সরলপ্রাণ মুসলমানরাও এর লুণ্ঠন থেকে নাজাত পাবে না এবং ক্ষেত-খামার ও কারখানার শ্রমিকদের ঈমানও এই ধ্বংসকর ভাইরাসে আক্রান্ত হবে। আজ ইউরোপে এগুলোই হচ্ছে। এভাবেই, এ গতিতেই হচ্ছে। যদি এ অবস্থার গতি ও রোখ পরিবর্তিত থাকে এবং মহাপরাক্রান্ত আল্লাহর রহমত এর মাঝে প্রতিবন্ধক না হয় তবে উপমহাদেশের মাটিতেও এসব কিছুই হতে চলেছে।

এক্ষুণি কাজের প্রয়োজন

এ দায়িত্ব আদায়ে একদিনও বিলম্ব করার সময় নেই। মুসলিম বিশ্ব ইরতিদাদের মারাত্মক বিভীষিকার মুখোমুখি। এমন বিভীষিকা সমাজের উপর স্তরে যার বিস্তার ঘটেছে। এ বিভীষিকা ঐসব আকায়েদ, নেযামে আখলাক এবং মহা নেয়ামতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, যা হযরত রাসূলে কারীম সা. -এর মীরাস, ইসলামী দুনিয়ার একমাত্র পুঁজি যা প্রজন্ম পরম্পরায় আমাদের কাছে পৌঁছেছে। এর জন্য ইসলামের জানবাজরা পাহাড়সম দুঃখ-মসীবত বরদাশত করেছেন, নির্যাতিত হয়েছেন, নিপীড়িত হয়েছেন, রক্তাক্ত হয়েছেন। যদি এই পুঁজি নষ্ট হয়ে যায়, তবে মুসলিম বিশ্বও হারিয়ে যাবে।

আমরা কি এই সত্য উপলব্ধি করার চেষ্টা করব? সময়ের এই নাযুকতা কি আমাদের হৃদয়ে কোন আবেদন সৃষ্টি করবে?

সমাপ্ত

নতুন তুফান ও তার প্রতিরোধ
প্রকাশক : সাবীলুর রাশাদ ট্রাস্ট

প্রকাশকাল
১ম সংস্করণ : মে ২০০২ ঈ.
২য় সংস্করণ : ফেব্রুয়ারী ২০০৯ ঈ.

অক্ষর বিন্যাস
আর রাশাদ কম্পিউটার্স

শুভেচ্ছা বিনিময়
বিশ টাকা মাত্র

মুদ্রণ
মোহাম্মাদী প্রিন্টিং প্রেস

পরিবেশক

আর রাশাদ পাবলিকেশন্স
১২/ডি-ই, পল্লবী, মিরপুর, ঢাকা

আল কাউসার প্রকাশনী
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা

সাবীলুর রাশাদ ট্রাস্ট

কাকাবো, বিরুলিয়া, সাভার, ঢাকা।
অস্থায়ী কার্যালয় : মাদরাসা দারুর রাশাদ,
মিরপুর, ঢাকা।